CHANGE initiative

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা: জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, নবায়নযোগ্য শক্তির বিস্তারের বরাদ্দ, কার্বন এবং পরিবেশ দূষণ করের সম্ভাবনা

২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনা: জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ, নবায়নযোগ্য শক্তির বিস্তারের বরাদ্দ, কার্বন এবং পরিবেশ দূষণ করের সম্ভাবনা

বিশ্ব ব্যাংকের মতে, বায়ু, অনিরাপদ পানি, বাজে পয়ঃনিষ্কাশনের মতো দূষণের কারণে প্রতি বছর বাংলাদেশে ২ লাখ ৭২ হাজার মানুষের অকাল মৃত্যু হচ্ছে। পরিবেশগত অবক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ১৭.৮% হ্রাস পাচ্ছে (বিশ্বব্যাংক, ২০১৯)। ইউনিসেফ এর মতে, বায়ু দূষণের কারণে ২০২১ সালেই প্রায় ২ লাখ ৩৫ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে এবং গত ১০ বছরে এ হার বেড়েছে ৫৪%; পানি দূষণ ও স্যানিটেশনের অভাবে অকাল মৃত্যুর হার যথাক্রমে ২০% ও ২৬% বেড়েছে।

শুধু তাই নয়, গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স এর তথ্য মতে, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে ২০১২-২১ সময়কালে জিডিপি'র ক্ষতি প্রায় ১৭.৮%। উল্লেখ্য, বিশ্বব্যাপী গড় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির চেয়ে বাংলাদেশে বছরে দ্রুত এবং ৩.৪২ মিলিমিটার বেশি হারে বাড়ছে। বিশ্বব্যাংক থেকে প্রকাশিত 'কান্ট্রি ক্লাইমেট ও ডেভেলপমেন্ট' প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বছরে প্রায় ১০০ কোটি ডলার ক্ষতি হচ্ছে। যেভাবে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে এ ক্ষতি আরও বাড়তে পারে। গুরুতর বন্যার মুখে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি ভিত্তিরেখার তুলনায় ৯ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে, বাংলাদেশ প্রায় ১০% আমন ধানের উৎপাদন হ্রাসের ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে। এমনকি সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় রেমাল ২০টি জেলায় ৩,৮৩,৮১৫ জন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে, যার আর্থিক ক্ষতির মূল্যমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাংকের প্রাক্কলন অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১৩.৩ মিলিয়ন লোক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনে বাধ্য হতে পারে। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এখনি সচেষ্ট না হলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে "টেকসই সমৃদ্ধি, সবুজ অর্থনীতি এবং ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেটঃ প্রেক্ষিত জলবায়ু ও পরিবেশ, দুর্যোগ, খাদ্য নিরাপত্তা, নবায়নযোগ্য জ্বালানি" বিষয়ে গত ২২ জুন ২০২৪ তারিখে মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ। তার আলোকে বিশ্লেষণের ফলাফল এবং সুপারিশ নিম্নে প্রদান করা হলো-

পর্যালোচনা ও ফলাফল

ক) জলবায়ু অর্থায়নে প্রতি বছর জিডিপির কমপক্ষে ৫% ব্যয় করার প্রয়োজন হলেও, বর্তমানে ১% এর কম (০.৭০৬%) এবং আশঙ্কার বিষয় হলো এই এই বরাদ্দের প্রকৃত মানও নিম্নগামী। নিচের লেখচিত্রে জলবায়ু সম্পর্কিত খাতে বাজেট বরাদ্দ (জিডিপির %) দেখানো হয়েছেঃ (চিত্র ১)

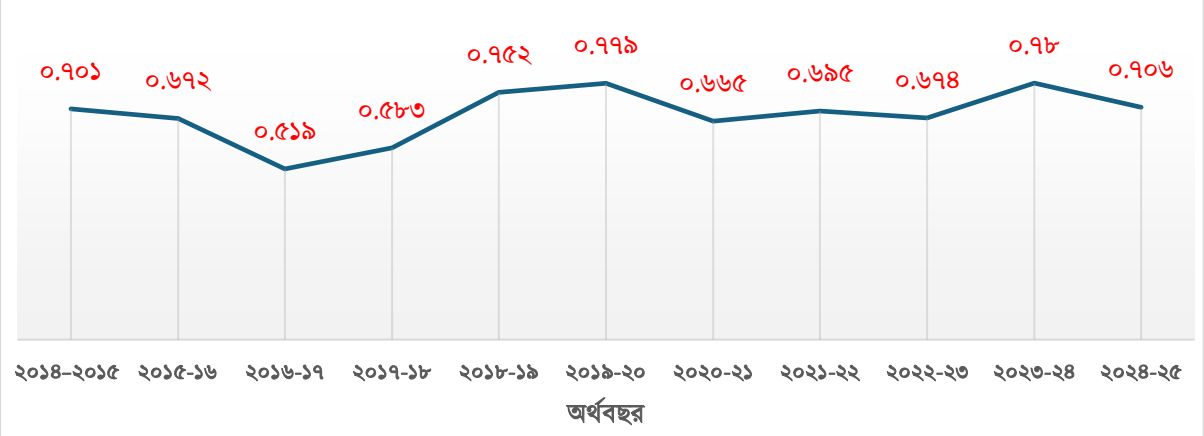

চিত্র ১: জলবায়ু সম্পর্কিত খাতে বাজেট বরাদ্দ (জিডিপির %)

(খ) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনার প্রধান ৬টি থিমভিত্তিক জলবায়ু সম্পর্কিত বরাদ্দ

বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু সম্পর্কিত প্রকৃত অর্থায়ন ক্রমেই কমছে (চিত্র ২)

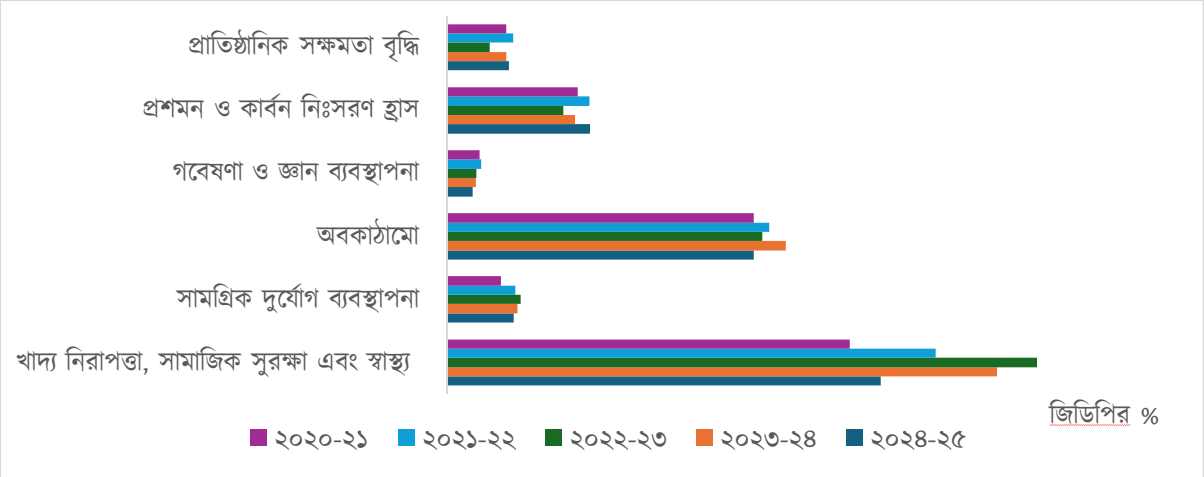

চিত্র ২: BCCSAP বিষয়ভিত্তিক এলাকায় ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু-সম্পর্কিত বরাদ্দ ও ব্যয় (জিডিপির শতকরা হারের তথ্য)

উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পর্কিত ব্যয় বিগত ৩ বছরে ২.৩৫% বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক বাজেট ও পরিচালন বাজেট বিগত ৩ বছরে ২.২৬% হ্রাস পেয়েছে। উন্নয়ন বাজেটে জলবায়ু সম্পর্কিত ব্যয় বিগত ৩ বছরে ২.৩৫% বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক বাজেট ও পরিচালন বাজেট বিগত ৩ বছরে ২.২৬% হ্রাস পেয়েছে (চিত্র ৩)

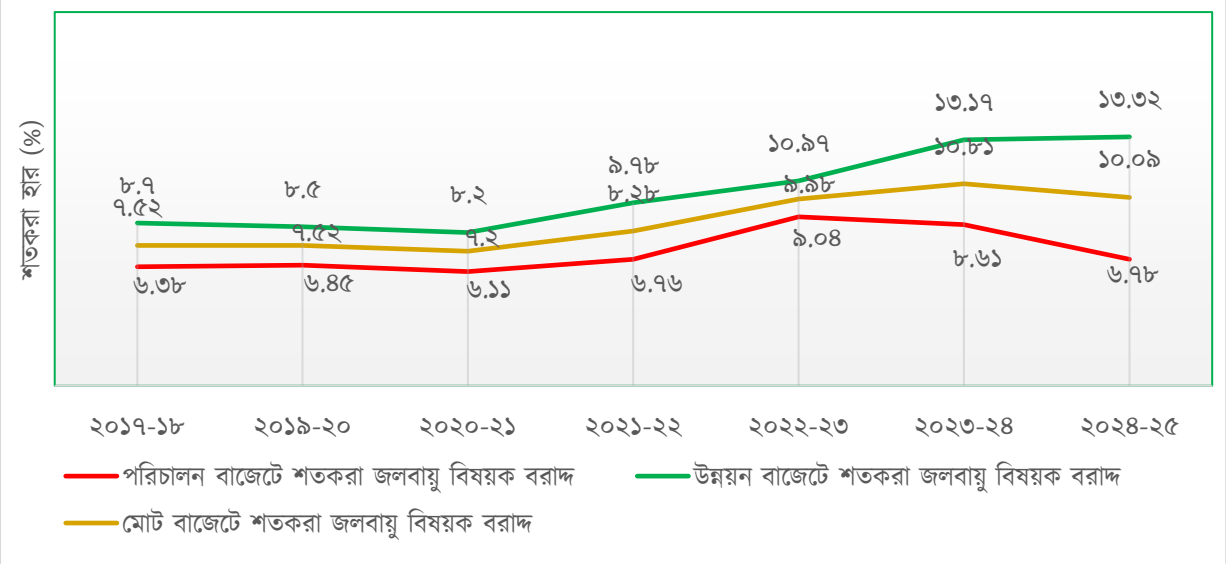

চিত্র ৩: বাজেটে জলবায়ু সম্পর্কিত বরাদ্দের হার (%)

গ) চাহিদা-সরবরাহে বাংলাদেশে সার্বিক জলবায়ু অর্থায়নে প্রকৃত ঘাটতি- প্রায় ২৩.৪ বিলিয়ন ডলার যা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হারানো কর্মদিবসের আর্থিক মূল্য বিবেচনায় সার্বিক জলবায়ু অর্থায়নে ঘাটতি বছরে প্রায় ৪০ বিলিয়ন ডলার (চিত্র ৪)

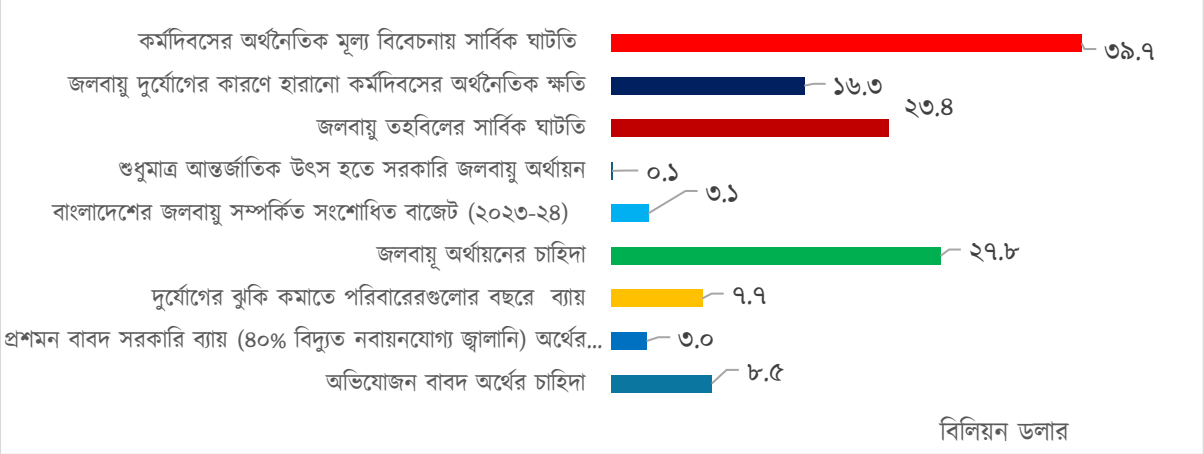

চিত্র ৪: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের চাহিদা এবং সরবরাহে ঘাটতির চিত্র

ঘ) প্রস্তাবিত জলবায়ু বরাদ্দে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি বলে বিশ্বাস করে চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ। ঝুঁকি সূচকে রংপুর এবং বরিশাল বিভাগ কাছাকাছি হলেও রংপুর বিভাগের তুলনায় বরিশালে জনপ্রতি প্রায় ৯ গুণ বেশি তহবিল বরাদ্দ। ময়মনসিংহ বিভাগ ঝুঁকি সূচকে ২য় অবস্থানে থাকলেও জনপ্রতি বরাদ্দ সেখানে সর্বনিম্ন। (চিত্র-৫)

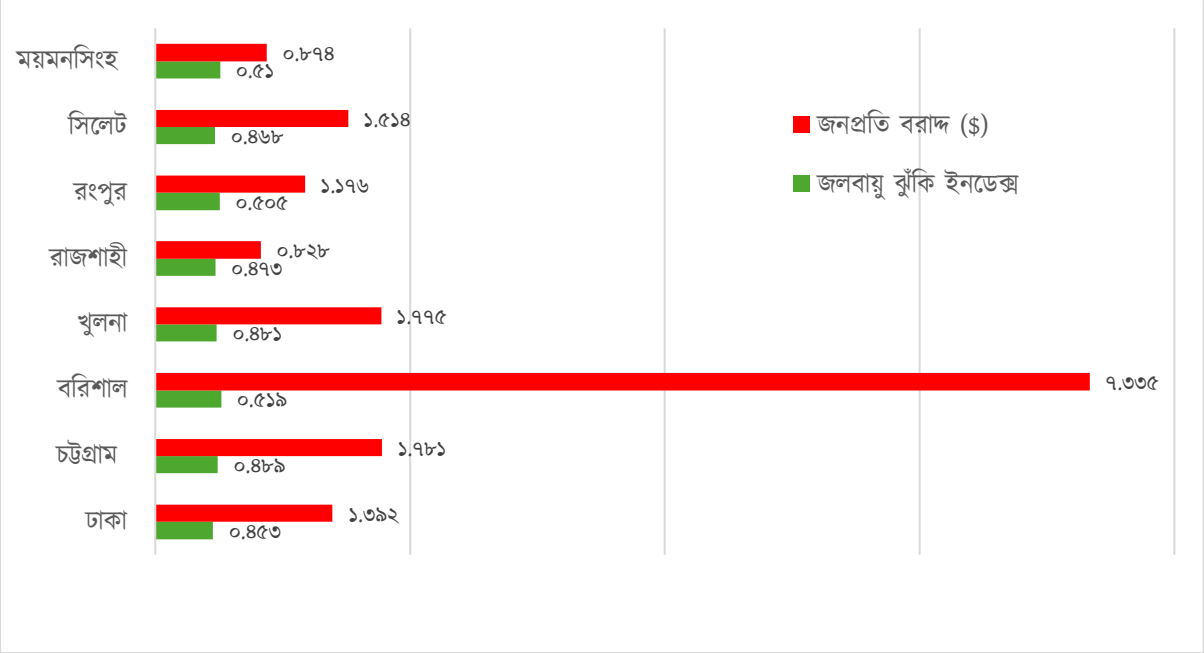

চিত্র ৫: বিসিসিটিএফ থেকে জলবায়ু ঝুঁকি এলাকাভিত্তিক জনপ্রতি বরাদ্দ

ঙ) জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) এ উল্লিখিত অগ্রাধিকার ক্রম অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই, বাজেটে এর পরিপূর্ণ প্রতিফলন অনুপস্থিত, যেমন-

বিষয়	২০২৪-২৫ প্রস্তাবিত বাজেট
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৭.১৬% বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত হ্রাস পেয়েছে ২.৩৫%
বিদ্যুত বিভাগ	৭.৫৫% বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত হ্রাস পেয়েছে ১.৯৯%
নবায়নযোগ্য শক্তি তহবিল	১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও জাতীয় অনুমিতি অবদান ২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে বছরে গড়ে প্রয়োজনীয় তহবিলের তুলনায় মাত্র ৩.২% বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	৬.১১% বরাদ্দ হ্রাস পেলেও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত হ্রাস ১৪.৪৪%
কৃষি মন্ত্রণালয়	৩৯.৮২% মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে ২৭.৪১%
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪৭.০৮% বরাদ্দ বৃদ্ধি পেলেও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৩.৯৯%
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২৮.৭৫% বরাদ্দ হ্রাস পেলেও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত হ্রাস পেয়েছে ৩৫.০৮% (চিত্র-৬)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৫.০৮% বরাদ্দ হ্রাস পেলেও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় প্রকৃত হ্রাস পেয়েছে ৪.২৫%

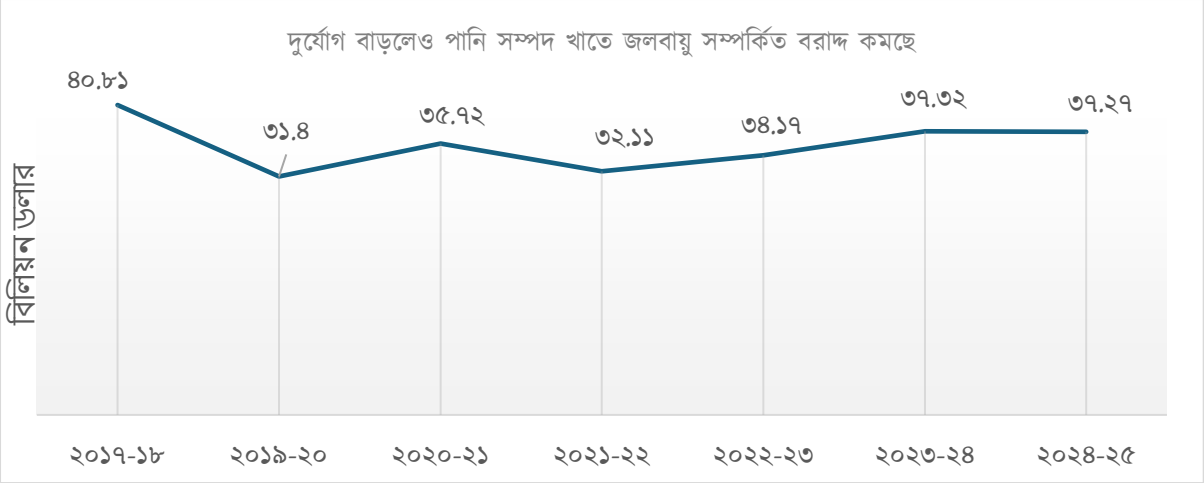

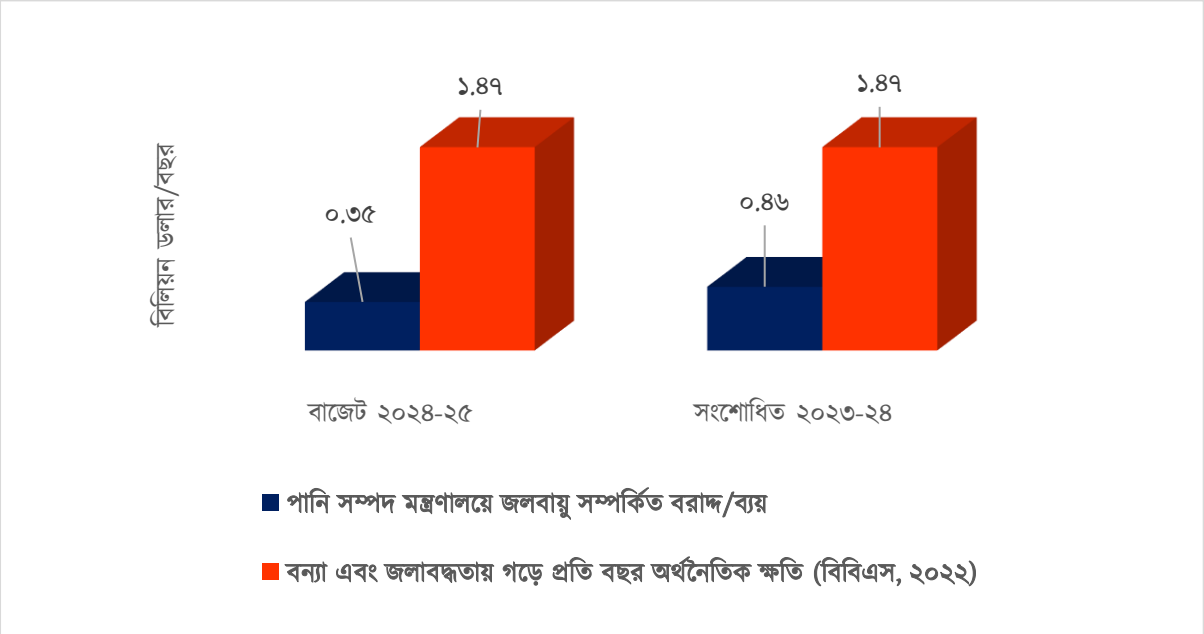

চিত্র ৬: দুর্যোগ বাড়লেও পানি সম্পদ খাতে বরাদ্দ কমছে

চ) জলবায়ু, পরিবেশ, দুর্যোগ এবং জনস্বাস্থ্য অর্থায়নে কার্বন কর এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ফি/দূষণ করারোপের মাধ্যমে বছরে কমপক্ষে ০.৬ বিলিয়ন ডলার এবং সর্বোচ্চ ৩.৪ বিলিয়ন ডলার সবুজ অর্থায়ন সম্ভব, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রস্তাবিত জলবায়ু সম্পর্কিত বরাদ্দের প্রায় সমান (চিত্র ৭)।

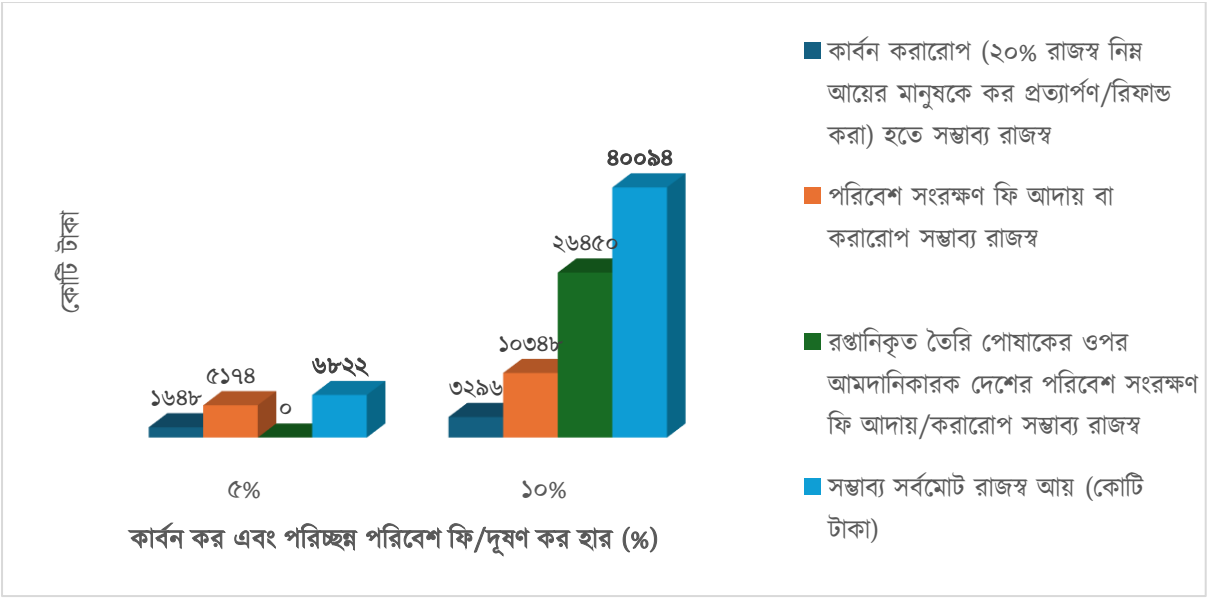

চিত্র ৭: জলবায়ু, পরিবেশ, দুর্যোগ এবং জনস্বাস্থ্য অর্থায়নে কার্বন কর এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ফি/দূষণ করারোপের মাধ্যমে সম্ভাব্য সবুজ অর্থায়ন

এছাড়া জাকাতকে জলবায়ু অর্থায়নে যুক্ত করার সমুহ সম্ভাবনা বিদ্যমান (UNDP, 2019)। ২০২১ সালে বাংলাদেশে জনহিতকর (জাকাত) এর সামগ্রিক সম্ভাবনা ছিল জিডিপির ৩.৭৭% এবং জাতীয় বাজেটের প্রায় ২১%।

ছ) দুর্যোগের মাত্রা এবং ধরণ বাড়ছে, উত্তরাঞ্চল এবং হাওরে ক্ষতিগ্রস্ততা বেড়েছে। কিন্তু দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও বৈষম্যের চিত্র দৃশ্যমান। (চিত্র-৮)

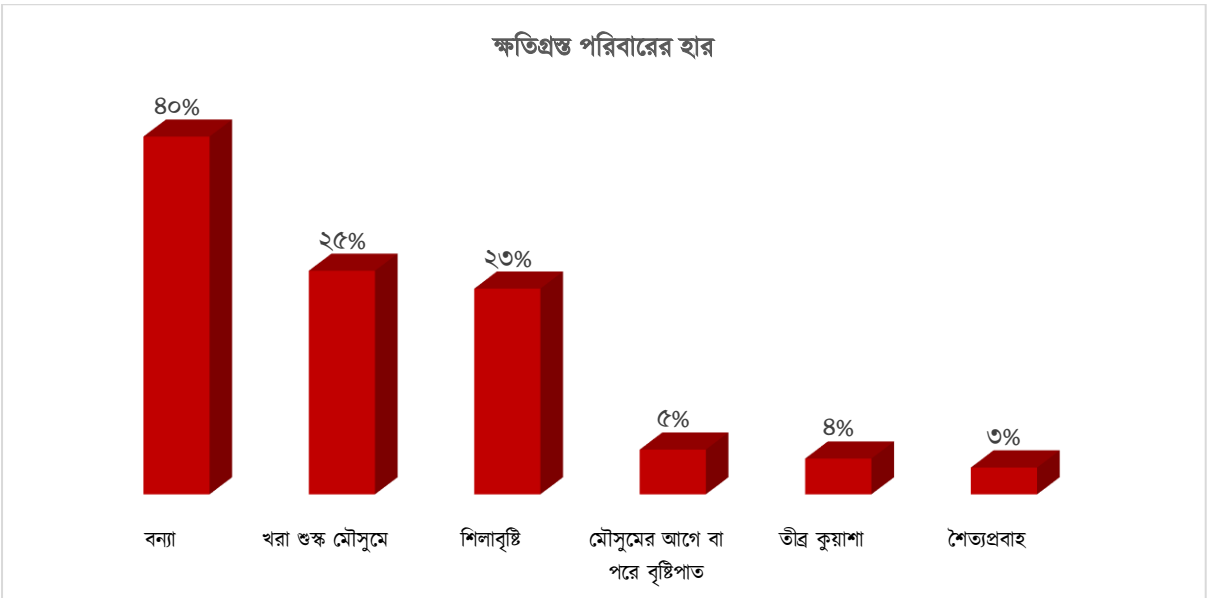

চিত্র ৮: বন্যাপ্রবণ কুড়িগ্রাম এবং সুনামগঞ্জে দুর্যোগের ধরণ, ফসলের ক্ষতি এবং দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তার মাত্রা

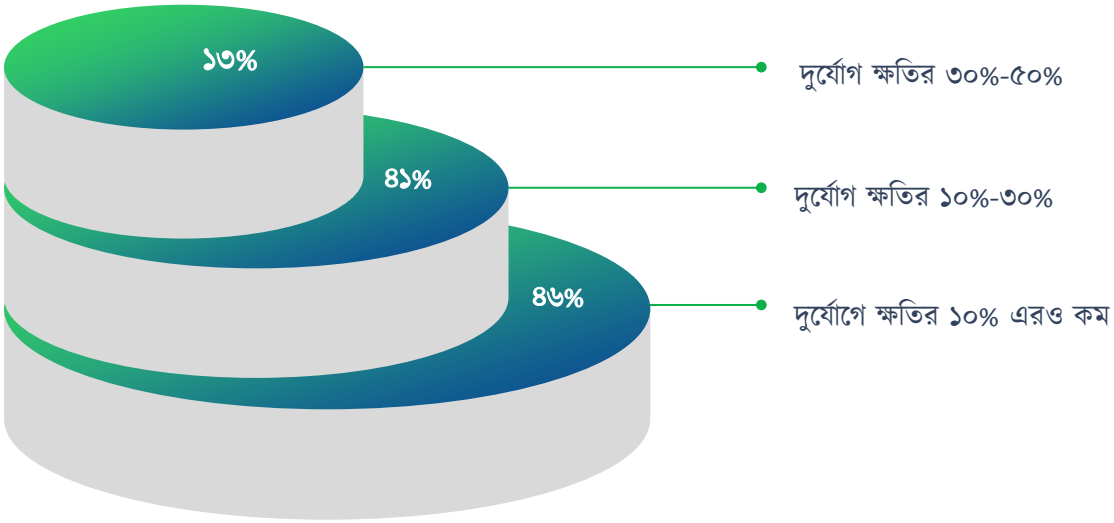

চিত্র ৯ : দুর্যোগ পরবর্তী সহায়তা

সুপারিশসমূহ

২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটে অগ্রাধিকার বরাদ্দ প্রদানঃ

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা ও ভর্তুকিভিত্তিক দুর্যোগ বীমা চালু
- কার্বন- নির্গমন ভিত্তিক কর ও দূষণ কর প্রবর্তন
- তাপপ্রবাহ কমাতে সমন্বিত কুলিং এবং গ্রিন জোন প্রতিষ্ঠা
- শিল্প ও পরিবহন খাতে নবায়নযোগ্য শক্তির মসৃণ রূপান্তর
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য গভীর বনে টিলা এবং অধিক মিষ্টি পানির কূপ খনন সৌরভিত্তিক সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি সবুজ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন
- অঞ্চলভেদে যথাযথ শুধুমাত্র সবুজ অবকাঠামো নির্মাণের অনুমতি দেওয়া

স্বল্পমেয়াদী (১-৩ বছর)	মধ্যম মেয়াদী (৩-৫ বছর)	দীর্ঘমেয়াদী (৫-১০ বছর)
• কৃষি, পানি সম্পদ ও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, যেগুলি জলবায়ু অভিযোজনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা অনুযায়ী জলবায়ু অভিযোজন সংশ্লিষ্ট কৃষি খাতে জিডিপির ৪%, পানি সম্পদ খাতে জিডিপির ২.৫%, স্বাস্থ্য খাতে জিডিপির ১.৫% ও বন্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জিডিপির ১.৫% বরাদ্দ রাখা উচিত। • জলবায়ু সংক্রান্ত ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত হিসাব করা যাতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ আরো ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। • আগামী ৩-৫ বছরে অবকাঠামো খাতে ব্যয় না করে সে অর্থ টেকসই অগ্রগতি ও অভিযোজন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন। • বাংলাদেশের এনডিসিতে ২০৩০ সাল নাগাদ নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্যমাত্রা (৪১১৪.২ মেগাওয়াট)। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবছর অন্তত ৩০৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন।	• সবুজ বাজেট বাস্তবায়নে জিডিপির কমপক্ষে ৩% ব্যয় করা উচিত। • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসনে বরাদ্দ বাড়ানো। • জীবাশ্ম জ্বালানীতে ভর্তুকি প্রত্যাহার করে তা নবায়নযোগ্য শক্তি, শক্তি দক্ষতা, সবুজ উদ্যোগে ভর্তুকি, খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রকৃতি বান্ধব কৃষিতে বিনিয়োগ। • পরিকল্পনার প্রতিটা স্তরে জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ দূষণ, প্রাকৃতিক সম্পদ দখল এবং দুর্যোগের ঝুঁকিকে একীভূতকরণ • দুর্বলতা মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে অগ্রাধিকার বরাদ্দ প্রদান	• আন্তর্জাতিক অনুদান পেতে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে দ্বিপাক্ষিকভাবে তহবিল পাওয়ার জন্য অগ্রাধিকার প্রদান করা। • ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল সরাসর দ্বিপাক্ষিকভাবে অনুদান পেতে লবি করা। • দুর্নীতি, অর্থ পাচার, কর ফাঁকি রোধে সব ধরণের নেতিবাচক প্রণোদনা। • পরিবেশ-বান্ধব অবকাঠামো পরিবহন ব্যবস্থায় আইনী বাধ্যতা। • সবুজ বাজেট বাস্তবায়নে জিডিপির কমপক্ষে ৫% ব্যয় করা উচিত।

তাই নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার, যা বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র ৩.২% বরাদ্দ পেয়েছে। • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উন্নত করা ও ভর্তুকিভিত্তিক দুর্যোগ বীমা চালু।		

উপসংহার: জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে উল্লেখিত খাতগুলির উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। অর্থ মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি বিবেচনা করা হলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশ আরও কার্যকরভাবে সক্ষম হবে।

সংযুক্তি-১

জলবায়ু অর্থায়নের বাৎসরিক গড় চাহিদা ও সরবরাহ

- বার্ষিক অভিযোজনের চাহিদা (বিলিয়ন ডলার): ৮.৫
- বার্ষিক প্রশমনের চাহিদা (৪০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ) (বিলিয়ন ডলার): ৩.০ (২ বিলিয়ন ডলার প্রশমন, ১ বিলিয়ন ডলার নবায়নযোগ্য জ্বালানী, সূত্রঃ চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভ)
- বার্ষিক গৃহস্থালী দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে ব্যয় (বিলিয়ন ডলার): ৭.৭ (মাথাপিছু গড় ব্যয় ৪৪১২৬.৮১ টাকা)
- মোট বার্ষিক জলবায়ু অর্থায়নের চাহিদা (বিলিয়ন ডলার): ১৬.৩
- বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কিত সংশোধিত বাজেট (২০২৩-২৪) (বিলিয়ন ডলার): ৩.১
- শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক উৎস হতে সরকারি জলবায়ু অর্থায়ন (বিলিয়ন ডলার): ০.১

সার্বিক ঘাটতি

- জলবায়ু তহবিলের সার্বিক ঘাটতি (বিলিয়ন ডলার): ২৩.৪
- জলবায়ু দুর্যোগের কারণে হারানো কর্মদিবসের অর্থনৈতিক ক্ষতি (বিলিয়ন ডলার): ১৬.৩
- কর্মদিবসের অর্থনৈতিক মূল্য বিবেচনায় সার্বিক ঘাটতি (বিলিয়ন ডলার): ৩৯.৭ (২০১৫ সালের একটি গবেষণায় অনুমান করা হয়েছিল যে মোট ব্যয় ৪৫০ বিলিয়ন টাকা / ৫.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০২৪ সালে মুদ্রাস্ফীতি সামঞ্জস্যের পর এটি ৭.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।)

সংযুক্তি-২

কার্বন ট্যাক্স[1]

জীবাশ্ম জ্বালানি	আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন টন)	বর্তমান বাজার মূল্য (কোটি টাকা)	কার্বন করারোপে সম্ভাব্য রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)	
			৫% হারে	১০% হারে
কয়লা	৪	১২০০	৬০	১২০
তেল	৫	৩০০০০	১৫০০	৩০০০
এলপিজি/গ্যাস	২	১০০০০	৫০০	১০০০
সম্ভাব্য রাজস্ব আয়ের পরিমাণ=			২,০৬০	৪,১২০
নিম্ন আয়ের মানুষকে ২০% রাজস্ব কর প্রত্যার্পণ/রিফান্ড করা হলে নেট রাজস্ব আয়=			১,৬৪৮	৩,২৯৬

দূষণ কর

প্রধান দূষণকারী খাত	বাজারের আকার/আয় (কোটি টাকা/বার্ষিক)	পরিবেশ সংরক্ষণ ফি আদায় বা দূষন করারোপে সম্ভাব্য রাজস্ব আয় (কোটি টাকা)	
		৫% হারে করারোপ	১০% হারে করারোপ
প্লাষ্টিক বোতলজাত পণ্য যেমন পানীয় ভোগ	৪১০৫৫.০	২০৫২.৮	৪১০৫.৫
মোটরযান কর ও ফি (২০২২-২৩)	৪৪২৫.৮	২২১.৩	৪৪২.৬

[1] জীবাশ্ম জ্বালানীর সম্পূর্ণ আমদানির উপর কার্বন কর হিসাব করা হয় নি, বাংলাদেশের আদর্শিক বিচ্যুতি মাথায় রেখে ৬০-৭০% কর আদায় করা যাবে, এ বিবেচনায় হিসাব করা হয়েছে

প্লাষ্টিক শিল্প	৩০০০০.০	১৫০০.০	৩০০০.০
ইটভাটা	৫০০০.০	২৫০.০	৫০০.০
দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান	২০০০০.০	১০০০.০	২০০০.০
ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন	২০০০.০	১০০.০	২০০.০
সম্ভাব্য রাজস্ব আয় =		৫,১২৪.০	১০,২৪৮.১

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানির মূল্য ছিলো প্রায় ৪৭ বিলিয়ন ডলার
- বাংলাদেশে উৎপাদনে মাটি, নদী, ফসল এবং মাইক্রোপ্লাষ্টিক জনিত দূষনের ক্ষতিপূরণ দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ নীতিমালার আওতায় ভোক্তার প্রদানের বাধ্যতা রয়েছে
- আমদানিকারক দেশে খুচরা ক্রয়ের ওপর ১০% হারে পরিবেশ সুরক্ষা ফি/দূষণ করারোপ করলে বার্ষিক প্রায় ২.১৩ বিলিয়ন ডলার (২৬,৪৫০ কোটি টাকা) বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতির সুরক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করা যেতে পারে

তথ্যসূত্রঃ

- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি লিমিটেডের বার্ষিক প্রতিবেদন 2021-22
- বাংলাদেশ জ্বালানি দপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন 2021
- বাংলাদেশের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য
- প্লাস্টিক শিল্পের আকার: বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস মেনুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনবিভিন্ন বাণিজ্যিক রিপোর্ট
- ইটভাটা শিল্পের আকার:বাংলাদেশে ইটভাটা শিল্প সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রতিবেদন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, 2019)
- দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবদান: বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রকাশনা, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন
- ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের বাজার: জাতীয় পানি সম্পদ গবেষণাগার এর প্রকাশনা, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন
- https://www.risingbd.com/english/interview/news/101689#:~:text=According%20to%20the%20National%20Board,3.4%20million%20tonnes%20or%20104%20%25
- https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/fuel-oil-imports-dip-20-2023-769750#:~:text=According%20to%20data%20from%20the,to%20import%2082.66%20lakh%20tonnes.
- https://thefinancialexpress.com.bd/special-issues/lpg-industry-in-focus-1/lpg-industry-growth
- https://www.volza.com/p/coal/import/import-in-bangladesh/
- https://www.tbsnews.net/bangladesh/energy/fuel-oil-imports-dip-20-2023-769750#:~:text=According%20to%20data%20from%20the,to%20import%2082.66%20lakh%20tonnes.
- https://pritiresearch.com.bd/soft-drinks-in-bangladesh/#:~:text=Now%20lots%20of%20soft%20drinks,was%20around%20Tk%201%2C400%20crore
- https://www.indexbox.io/store/bangladesh-bottled-waters-market-analysis-forecast-size-trends-and-insights/
- https://www.dhakatribune.com/business/279162/untapped-potential-of-baked-goods-market-in#:~:text=Biscuit%20industry&text=Officials%20of%20several%20companies%20said,12%20to%2015%25%20every%20year.
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://mof.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mof.portal.gov.bd/budget_mof/20a0b258_9f27_4935_a3f1_842cbb502b1f/CFS-23_E%2520150%2520(1).pdf&ved=2ahUKEwjG__LPz_aGAxV4n2MGHTGVBZwQFnoECC8QAQ&usg=AOvVaw3BCWPt3mUxmXLw5cbEI1gb
- https://www.tbsnews.net/economy/bangladesh-plastics-aim-global-market-pie-301183
- https://thefinancialexpress.com.bd/trade/booming-concrete-block-industry-up-to-grab-brick-market-1647309922
- https://www.researchgate.net/publication/357728292_Groundwater_Pollution_in_Bangladesh_A_Review
- https://www.theigc.org/sites/default/files/2023-11/BREATHING-UNEASY-An-Assessment-of-Air-Pollution-in-Bangladesh.pdf

CHANGE initiative

H-B157, Rd 22
Mohakhali DOHS, Dhaka
1206, Bangladesh

changei.org

facebook.com/changei.org

info@changei.org